SEMESTER-5
PAPER:CC-12
MODULE-1
পাঠ প্রণেতা: ড. মৃণাল বীরবংশী

বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ : প্রহসন

মধুসূদন দত্তের লেখা একটি সার্থক প্রহসন হল 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' সমকালীন সমাজ কে সমাজব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে যারা প্রহসন রচনা করেছেন মধুসূদন দত্ত তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রহসন নিয়ে আলচনা করতে গেলে তার সংজ্ঞা জানা জরুরি।প্রহসন বলতে বোঝায় অত্যন্ত লঘু কল্পনা অতিরঞ্জিত এক ধরনের হাস্যোচ্ছল নাটক।আসলে এখানে বুদ্ধির খেলা বিশেষ দেখা যায় না এবং বাগবৈদভ্য দেখাবার অবকাশ কম বলে একে নীচু ধরনের কমেডি বলে।

প্রহসন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন - আঙ্গিকের দিক থেকে প্রহসন হবে এক বা দুই অঙ্কে বিন্যস্ত।এর অঙ্গীরস হবে হাস্য, তবে ভাঁড়ামি এবং স্থূল হাস্যরস থাকবে। সমকালীন ঘটনা অবলম্বনে প্রহসন রচিত হতে পারে। উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট থেকে বোঝা যায় দর্শককে নির্ভেজাল আনন্দদান করাই প্রহসন এর মূল উদ্দেশ্য।আমরা জানি প্রহসন আকারে হয় সংক্ষিপ্ত, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'প্রহসনে আছে চারটি দৃশ্য, আর ঘটনা আবর্তিত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার কালপরিধির মধ্যো

সামাজিক জীবনের অনাচার বিকৃতি ভণ্ডামী কপটতা প্রভৃতিকে ফোটানোই প্রহসনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই সমাজ জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি নয় ভক্ত প্রসাদের মতো মানুষের ব্যক্তি চরিত্রের নানাবিধ কপটতার ও ভন্ডামীকে উন্মোচন করাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। ভক্তপ্রসাদকে বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হয় এক সাধু পুরুষ।তিনি সর্বদাই মালা জপ করেন, ঠাকুরের নাম স্মরণ করেন মন্দিরে দেব দর্শন করেন প্রতি সোমবার হবিষ্যি করেন।কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি নিষ্ঠুর শয়তান এবং নারী লোলুপ ।তিনি নিজে অধর্মচারী কিন্তু পুত্র যাতে ধর্মপরায়ণ থাকে সেদিকে নজর রাখেনা এই রকম মানুষটির ভন্ডামী ও কপটতা কে মধুসূদন উন্মোচন করেছেন এই নাটকে।সে দিক থেকে এটি সার্থক প্রহসন হয়েছে।

প্রহসনের একটা মূল বৈশিষ্ট হল হাস্যরস, যা 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'তে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।চরিত্র ধরে বিচার করলে দেখা যায় ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের আচার ব্যবহার অঙ্গভঙ্গী ও কথা বার্তার মধ্যেও হাস্যরস ফুটে উঠেছে।ভক্তপ্রসাদের সাজ "শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই,ঢাকাই চাদর জড়ির জুতো,আবার মাথায় তাজ।" দর্শক মনে হাসির উদ্রেক ঘটায়। আবার ভক্তপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে গদার কার্য-কলাপ হাসির ইন্ধন জুগিয়েছে। প্রহসনটির শেষ দৃশ্যও আমাদের মনে কৌতুক রস সৃষ্টি করে ভগ্ন শিব মন্দিরে ভূতের ছদ্মবেশে ভক্তপ্রসাদের শাস্তিদান হাস্যরসের সৃষ্টি ঘটায়।

শুধু চরিত্র চিত্রণ বা ঘটনা প্রবাহ নয়, সংলাপে ও যথার্থ কৌতুক লক্ষ্য করা গেছো ফতেমাকে দেখে ভক্তপ্রসাদের মন যখন উৎফুল্ল হয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছে-

"ময়ূর চকোর শুরু চাওকে না পা।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাক খায়"।।

আবার নির্মল হাস্যরস নয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের দিকটিও এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে কলকাতায় হিন্দু মুসলমান বাবুর্চির রান্না খাচ্ছে তাতে জাত যাচ্ছে, কিন্তু ভক্তপ্রসাদ যখন মুসলমান রমনী ফতেমার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন তখন বলছেন-'স্ত্রী লোক, তাদের আবার জাত কী ?' অর্থাৎ সময়কাল এবং ঘটনাগত ঐক্য যথাযথ ভাবে গৃহীত হওয়ায় প্রহসনের সমস্ত গুন পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায় মধুসূদন দত্তের লেখা 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'নাটকে প্রহসনের সমস্ত গুন ও বৈশিষ্ট সুন্দর ভাবে পরিলক্ষিত হয়।তাই এ কথা বলতে আসুবিধা হয় না যে এটি একটি সার্থক প্রহসন হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। নাটকের কথা- অজিতকুমার ঘোষ
২। বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাস – ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়